International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 52-56
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.52-56

মাতৃক্রোড় ও মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছেদের মানসিক যন্ত্রণা সমতুল্য: প্রসঙ্গ ‘সারাদুপুর’ ও ‘পরবাসী’

দেবস্মিতা ব্যানার্জী

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Both mother's lap and motherland are equally important in the life of every human being. Even if you stay away from them in order to improve the quality of life on the way to life, they remain forever in a special sensitive place in the mind of every person as a happy memory. But in those places it cannot tolerate the dominance of others. If one deviates from it without his consent, then people start suffering from an unbearable mental pain. The result is devastating. This discussion is main objective.

Keywords: Saradupur Parabasi Separation Pain.

‘মাতৃ’ হল ‘মাতা’ শব্দের সংস্কৃত মূলরূপ। ‘মাতা’ শব্দের প্রতিশব্দ হল ‘মা’। পৃথিবীর সমস্ত মায়া, মমতা, ভালোবাসা যে এক অক্ষরের ছোট্ট শব্দের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে তা হল ‘মা’। একটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন প্রতিটি মানুষের মতো তারও নূন্যতম কিছু চাহিদা থাকে, সেগুলি হল—খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের। মায়ের স্তন্য তার খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। মায়ের আলিঙ্গন তার বস্ত্রের চাহিদা মেটায়। আর মাতৃক্রোড় তার বাসস্থানের অভাব দূর করে। এই স্থান এমনই শান্তির ও সুখকর যে তা পৃথিবীর অন্যত্র আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও মানুষ সেই স্থান লাভের অভিলাষী থাকে। ‘মা’ শব্দটিতে এমন এক শক্তি বিরাজ করে যা অন্ধকারে আলোর দিশা দিতে পারে, একাকীত্বের সঙ্গী হতে পারে, বিপদে সাহস জোগাতে পারে। তাই একথা অকপটে স্বীকার করা যায় যে, মায়ের তুলনা শুধুই মা। মায়ের ভালোবাসার স্থানটি কেউ কখনো দখল করতে পারে না। মায়ের মতো এত মধুর ডাকও তাই জগতের কোনো অভিধানে মেলে না। মা যেমন নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা সকলের মাঝে বিতরণ করতে পারেন, পৃথিবীতে সেরকম দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ধান মেলা ভার। সুতরাং মায়ের ভূমিকা প্রতিটি মানুষের জীবনে অপরিসীম। তাই মা প্রতিটি মানুষের মনে একটি সংবেদনশীল স্থানে অবস্থান করেন। এছাড়া মানুষ আরো যে একটি বিষয়ের সঙ্গে আত্মিক টান অনুভব করে তা হল— মাতৃভূমি। মাতৃক্রোড় থেকে নেমে মানুষ যার ক্রোড়ে আমৃত্যু লালিত হয় তা হল তার মাতৃভূমি

তথা জন্মভূমি। একজন মানুষ তার জীবনে উন্নতির সাথে সাথে এটির থেকে দূরে চলে গেলেও, মনের মণিকোঠায় তার জন্মভূমি চির বিরাজমান থাকে। যার টান কোনো মানুষই উপেক্ষা করতে পারে না। তাই এই দুটি বিষয়ের উপর মানুষের অধিকার বোধও অত্যন্ত দৃঢ়। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো মানুষকে যদি সেখান থেকে উৎখাত করা হয়ে থাকে, তা সেই মানুষটির কাছে মৃত্যুসম হয়ে ওঠে। যা ওই মৃতপ্রায় মানুষটির মনে জন্ম দেয় ঠিক-ভুলের সংঘর্ষের। 'To be or not to be' –র এই দোলাচলচিত্ততা মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলার সাথে সাথে মানসিক দ্বন্দ্বের, মানসিক যন্ত্রণার সূত্রপাত ঘটায় — যার চরম প্রকাশ ঘটে আত্মহনন বা জিঘাংসার মাধ্যমে; যা প্রখ্যাত সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের 'সারাদুপুর' ও 'পরবাসী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটির মধ্যে লক্ষণীয়।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের সূচনালগ্নে আবির্ভূত সংবেদনশীল কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তাঁর সত্যসন্ধানী দৃষ্টিকে শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাভাবিক মানব জীবনের ছন্দ-পতন ইত্যাদি ঘটনাগুলির মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি। তিনি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দ্বারা একাগ্র চিত্তে প্রত্যক্ষ করেছেন, এগুলির প্রভাবে প্রভাবিত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনকে এবং মন দিয়ে শুনেছেন মানুষের মনের কথা, প্রাণের কথাকে। যেখানে তিনি কোনোভাবেই প্রাধান্য দেননি ধর্ম, শ্রেণি, নারী-পুরুষ, বয়স ইত্যাদি কোনোপ্রকার ভেদাভেদকে। আর তাঁর এই কর্মই গল্পগুলিকে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা দান করার পাশাপাশি চরিত্রগুলিকে রক্ত-মাংসের মানুষে পর্যবসিত করেছে। সুতরাং একথা অকপটে স্বীকার করা যায় যে, হাসান আজিজুল হক হলেন একজন মানবদরদি লেখক। তিনি তাঁর সৃষ্টি কর্মে ইতিহাসকে তুলে ধরার পাশাপাশি মানব সমাজ, মানব জীবন, মানুষের পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্বের উপরও যে আলোকপাত করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়— বাংলা সাহিত্যকে যা সমৃদ্ধ করার সাথে সাথে বিশ্বের দরবারে তাকে একটি বিশেষ স্থানে উত্তোলিত করেছে।

লেখক হাসান আজিজুল হকের সৃষ্ট 'সারাদুপুর' গল্পের আখ্যান নির্মাণ সম্পর্কে সমালোচক চন্দন আনোয়ার তাঁর 'হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল' গ্রন্থে বলেছেন— "পিতা-মাতার অনৈতিক জীবনাচরণের প্রভাব সন্তানের বালকমনকে কিভাবে আলোড়িত ও ক্ষিপ্ত করে তার একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন গল্পের বিষয়বিন্যাসে।"[১] তবে একথা আংশিক সত্য বটে। কারণ গল্পের কাহিনি অনুযায়ী লক্ষ করা যায় কাঁকন যখন তার পিতার নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্কের বিপথগামীতার কথা শুনেছে তখন 'মাগি' শব্দের সঠিক অর্থ না জানার কারণে এই সংবাদ তার কিশোর মনকে স্পর্শ করতে পারেনি বা এই শব্দের অর্থ জানার পরও তাকে তার পিতার আচরণের জন্য সেরকম কোনো বিলাপ করতে দেখা যায়নি। হয়তো পিতার থেকে দূরে অবস্থান করার জন্যই তার এরূপ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তার মায়ের কাছে 'মাগি' শব্দের অর্থ জানতে চাওয়ার জন্য কাঁকনের যে ভৎসনা ও চপেটাঘাত প্রাপ্তি হয়েছে, তা তাকে ভীষণ রকম আঘাত করেছে। যা লেখকের বর্ণনায় স্পষ্টতা লাভ করেছে— "অন্ধকার ঘরে বিছানায়

শুয়ে কাঁকনের ইচ্ছে হয় মরে যেতে। মাগি খুব খারাপ কথা, ছি ছি করার মত কথা? নাকি খারাপ জিনিশ? কেমন জিনিশ? জিনিশটা ঠিক কি রকম জানবার ইচ্ছা নিয়ে কাঁকনের মরে যেতে মন করে।"[২] কিন্তু পরবর্তীকালে এই কাঁকন যখন তার মায়ের সঙ্গে পরপুরুষের সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছে, তখন তার বিলাপ চোখে পড়ার মতো, যা তার ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ—

> "...রাগে কাঁকন চোখে কিছু দেখতে পেলনা। মায়ের মুখটা কলতলার দিকে ফেরানো।
> সে বলল, বলব।
> না, বলবে না।
> হ্যাঁ, বলব, সবাইকে বলব।
> কাঁকন।
> হ্যাঁ বলব, সবাইকে বলব— রাগ নয়, চোখের পানিতে এখন কাঁকন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, বলব, যাকে খুশি তাকে বলব— জবাই করা মুরগির মত সে আছাড় খেল, লাফাল, ধেই ধেই করে নাচল, বলব, বলব, সবাইকে বলব।
> মা চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখল ওকে, দেখতে দেখতে রোদ ঝিমিয়ে এলো, কাঁকন ঘুমিয়ে পড়ল।
> ....কাঁকন সেদিন ঘুম থেকে উঠেছিল সন্ধ্যাবেলায়। চোখ কচলে তার মনে হলো সকাল হয়েছে আর মনে হলো মরে গেলে বেশ হয়। নিজেকে শুনিয়ে সে বলল, কাঁকন তুমি মরে যাও।"[৩]

এর সঙ্গে সঙ্গে তার আরো মনে হয় যে— তার মায়েরও মরে যাওয়া উচিত। যা কাঁকনের বালকসুলভ মনের বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়েছে। বাল্যকালে যে মায়ের কোল তার স্থান ছিল, বড় হওয়ার কারণে যা তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে; সেই মায়ের কোলে মাথা দিয়ে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে শুয়ে থাকতে দেখে কাঁকন অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। যা তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আর এই দ্বন্দ্বের কারণে সে অনুভব করেছে— "লোকটা সব সময় ঘরে রয়েছে, আর মায়ের কোলে তার মাথা। মায়ের কোলে কতদিন যাই না— ছি, বড় হলে আবার কেউ মায়ের কোলে যায় নাকি। কিন্তু মা তো ইচ্ছে করলে কোলে টানতে পারে— আমি নাইবা গেলাম! মা টানে না।..."[৪] সংবেদনশীল মননের আধিকারী কিশোর কাঁকনের প্রতি তার মায়ের এই উদাসীনতা তাকে পীড়া দিয়েছে। তাই মাঝে মধ্যে তার ইচ্ছে হয়েছে, বালিহাঁসের মতো কোথাও উড়ে চলে যেতে অথবা মরে যেতে।

পিতা-মাতা উভয়েরই নিয়ন্ত্রণহীন যৌনাচার, নীচতা, স্বেচ্ছাচার তাকে মানসিকভাবে পীড়ন করেছে। তার সঙ্গে তার দাদুর মৃত্যুপথে গমন করার সংবাদটিও কাঁকনের জগৎকে একাকীত্বে ভরিয়ে তুলেছে। তাই গল্পের শেষাংশে কাঁকনকে দেখা যায় একগুচ্ছ কৌতূহল নিয়ে আত্মবিনাশের পথে এগিয়ে যেতে— "আহা রে যদি মরে যেতাম – কত ভালো হতো – হয়ত হাঁসগুলোর মত উড়তে পারতাম। তার বদলে দাদুটা মরে যাচ্ছে। হয়ত এখুনি দাদু মরছে। ....এই সঙ্গে মায়ের কথা মনে পড়ল কাঁকনের আর ওর বুকটা যেন ফেটে যেতে

চাইল! মা-টাও মরে গেছে। মা-টাও মরে গেছে বলে মনে হয় যে আমার! আব্বার সঙ্গে বিকেলে কি আজ দেখা হবে? সেই মেয়েলোকটা কি আসবে? কাঁকন ছেলেটার মনে কি রকম মরে যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়। ....আস্তে আস্তে উঠে এলো সে রেললাইনের ওপর। চারিদিকে চেয়ে দেখল। আকাশের রোদ কমে এসেছে, কিন্তু রেললাইনটা ঝকঝক করছে। বেলা তিনটের ট্রেন ক্রূর আনন্দে ঝকঝক গুম গুম শব্দ তুলে দৈত্যের মত চলে গেল। তারপর কি নিদারুণ স্তব্ধ প্রশান্তি!"[৫] গল্পের অন্তভাগে কিশোর কাঁকনের এই মর্মান্তিক পরিণতি পাঠককে অত্যন্ত ব্যথিত করে।

আবার লেখকের রচিত তাঁর 'পরবাসী' গল্পটিতে ভিন্ন কারণে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল তা ছিল দেশনেতাদের দ্বারাই সৃষ্ট। ক্ষমতার মোহকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা সংকীর্ণ জাতিভেদপ্রথাকে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেছিল। যে অস্ত্র প্রাণ নিয়েছিল ওয়াজদ্দি চাচার মতো অসংখ্য দেশপ্রেমিকের, সাধারণ কৃষক বশিরের নিরীহ স্ত্রী ও শিশু পুত্রটির ন্যায় অগণিত অসহায় মানুষের। যাদের অপরাধ ছিল এই — যে তারা দেশবিভাজনকে অগ্রাহ্য করে, সমস্ত রকমের কষ্টকে উপেক্ষা করে, নিজের জন্মভূমিকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে নিজের ভিটেমাটিকে আঁকড়ে পড়েছিল। তাই শাস্তিস্বরূপ তাদের নৃশংসভাবে খুন হতে হয়েছিল হিন্দু দাঙ্গাবাজদের হাতে। আর এই তাণ্ডবলীলা বশিরের সমস্ত প্রিয়জনকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার সাথে সাথে তাকে করে তুলেছিল নিঃসঙ্গ, নিরাপত্তাহীন ও হতাশাগ্রস্ত। তাই 'পরবাসী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বশিরের মধ্যে লক্ষিত হয়েছে নিজ সন্তান, স্ত্রী ও অভিভাবক স্থানীয় ওয়াজদ্দি চাচার মৃত্যুর তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে জন্মভূমি ত্যাগের তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, যা গল্পে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত— "এই ভয়ঙ্কর ছবি দেখতে দেখতে অন্ধ হয়ে পাগল হয়ে তাড়িত হয়ে গত কয়েক রাত্রি ধরে সে এতদূর পর্যন্ত চলে এসেছে তার দেশ ছেড়ে। ঝোপে ঝাড়ে সে লুকিয়ে থেকেছে সারাদিন, কোন মানুষের সামনে যায় নি, সাহায্য চায় নি কারো কাছে, প্রার্থনা করে নি। ঈশ্বরের কাছেও না। মনে মনে সে বলেছে, আমি আর বচির নাই— বচির শ্যাষ, বচিরের হয়ে গেলচে—দ্যাশ ফ্যাশ নাই—আমি এ্যাকোন আর এক দ্যাশে জন্ম লোব।"[৬] স্বদেশত্যাগের বেদনা এবং স্বজন হারানোর যন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে ওঠার কারণে তার মনে হিন্দুদের প্রতি জন্ম নিয়েছে এক প্রতিশোধ স্পৃহা। যার বশবর্তী হয়ে সে পূর্বদিকের মাঠের পরে অবস্থিত খালটির উঁচু পাড়ে দন্ডায়মান ধুতি-চাদর পরিহিত একটি হিন্দু ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এ বিষয়ে চন্দন আনোয়ার তাঁর "হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল" গ্রন্থে যথার্থ মন্তব্য করেছেন — "দেশভাগ ও ক্ষমতার রাজনীতির কুটিল জটিল আবর্তের সাথে নিরীহ কৃষক বশিরের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু দেশভাগের রাজনীতির ঘৃণ্য পরিণতি তাকে আততায়ী বানিয়েছে।"[৭] তবে পর মুহূর্তে ঐ মৃত ব্যক্তিটির মুখের সঙ্গে ওয়াজদ্দি চাচার মুখের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ায় তার মধ্যে শুভচেতনার উন্মেষ ঘটেছে। তখন সে বুঝতে পেরেছে মানবতা-ই চরম সত্য। তার মাতৃভূমির মানুষদের সঙ্গে নতুন দেশের মানুষদের কোনো পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মহীবুল আজিজ তাঁর "হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার" গ্রন্থে যে মত উপস্থাপন করেছেন তা

সত্যিই যথাযথ— "কৃষক বশিরের এই জাগরণের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যাবতীয় ধর্মীয় আচ্ছন্নতা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদচেতনার চেয়ে মানবতা অনেক উর্ধ্বে।"[৮] তবে 'পরবাসী' গল্পের বশির চরিত্রটির মানসিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

মাতৃক্রোড়ই হোক বা মাতৃভূমি উভয় স্থানই অত্যন্ত প্রিয় প্রতিটি মানুষের কাছে। যা 'পরবাসী' গল্পে ওয়াজদ্দি চাচার বক্তব্যে স্পষ্ট — " তোর বাপ কটো? এ্যাঁ— কটো বাপ? মা কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো। বুইলি?"[৯] ওয়াজদ্দি চাচার এই মন্তব্য অতিশয় মর্মস্পর্শী। যার থেকে সহজেই অনুমেয় যে, জন্মদাতা বা জন্মভূমি উভয়ের বিচ্ছেদই সম বেদনাদায়ক, যার ক্ষত অত্যন্ত গভীর। অনুভূতিশীল লেখক হাসান আজিজুল হক সুনিপুণভাবে তাঁর 'সারাদুপুর' গল্পে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র তুলে ধরার সাথে সাথে কাঁকনের মানসিক বেদনার এবং 'পরবাসী' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে দেশত্যাগের মাধ্যমে বশিরের মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মানব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের আবরণে মানুষের মনস্তত্ত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে হাসান আজিজুল হক বাংলা সাহিত্যে একজন বলিষ্ঠ লেখক।

তথ্যসূত্র:

১। আনোয়ার চন্দন; 'হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল'; বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০, প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৪২২ / নভেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা – ২০৩।

২। হক হাসান আজিজুল; গল্পসমগ্র ১, 'সারাদুপুর', মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা – ১২৯।

৩। হক হাসান আজিজুল; গল্পসমগ্র ১, 'সারাদুপুর', মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা – ১৩০।

৪। হক হাসান আজিজুল; গল্পসমগ্র ১, 'সারাদুপুর', মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা – ১৩১।

৫। হক হাসান আজিজুল; গল্পসমগ্র ১, 'সারাদুপুর', মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা – ১৩২।

৬। হক হাসান আজিজুল; গল্পসমগ্র ১, 'পরবাসী', মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা – ১২৩।

৭। আনোয়ার চন্দন; 'হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য : বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল'; বাংলা একাডেমি ঢাকা ১০০০, প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৪২২ / নভেম্বর ২০১৫, পৃষ্ঠা – ৯৭।

৮। আজিজ মহীবুল; "হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার", অচিরা, ৪৬, বৌদ্ধ মন্দির সড়ক, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৯৫, পৃষ্ঠা ৪২।

৯। হক হাসান আজিজুল; গল্পসমগ্র ১, 'পরবাসী', মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা – ১২২।